২৩। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

১। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাফল্য ও অগ্রগতি সম্পর্কিত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের শূন্য পদে ১২তম গ্রেডে ১জন, ১৪তম গ্রেডে ১জন, ১৬তম গ্রেডে ১জন ও ২০তম গ্রেডে ৪ জন সহ সর্বমোট ৭জন কর্মচারীকে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ক্যাশ সরকার পদে (১৭তম গ্রেডে) ১জন এবং প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পদে (১০ম গ্রেডে) ৬জন সর্বমোট ৭জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীদের অফিস যাতায়াতের জন্য ২টি স্টাফবাস ক্রয় করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট দৃষ্টিনন্দন ও হালনাগাদ করা হয় এবং হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অফিস কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া লাইব্রেরির পুস্তকসমূহ ডাটা অটোমেশনের আওতায় আনা হয়।

২। সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক সার্বিয়া থেকে ১৮টি ১৫৫ মিঃ মিঃ সেলফ প্রপেল্ড কামান ক্রয়ের জন্য ৩১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে জিটুজি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর মধ্যে ১২টি কামান ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি যথাক্রমে জুলাই ২০১৫ এবং এপ্রিল ২০১৬ এ বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে। ০২টি সাউন্ড রেঞ্জিং ইকুইপমেন্ট, ১৮টি ১০৫ মিঃ মিঃ গান, একটি ইলেকট্রনিক মেটেরোলজিক্যাল স্টেশন এবং ১টি ব্যাটারী FM-90 SAM Sys, মিসাইল ক্রয়ের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৩। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১০ ও ১৭ পদাতিক ডিভিশনের অধীনে ১ম ধাপে ইউনিট গঠনের কাজ সম্পন্ন হয় এবং ২য় ধাপের ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৪। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসসমূহের ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের জন্য Wifi স্থাপন ও বর্ধিতকরণ এবং ভিন্ন WAN গঠনের মাধ্যমে নিজস্ব নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া জিআইএস সেল ব্যবহৃত কম্পিউটারসমূহের লাইসেন্স ক্রয়, লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার, ইউনিট ম্যানেজমেন্ট সফট্ওয়্যার, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাবলিক ওয়েব পোর্টাল, Senashikha Result Mgt, Military Police Incident Automation System Software, রিপোর্ট রিটার্ণ সফট্ওয়্যার, এসএমএস সার্ভার সফট্ওয়্যার, Personal Mail Service (PMS), Web Hosting Con Panel সফট্ওয়্যার এর রেজিস্ট্রেশন নবায়ন, Professional Knowledge Development Assessment Software (PKDAS), Military Secretary Branch Decision Support System (MSDSS), Family Accommodation Allotment System (FAAS) সফট্ওয়্যার যুগোপযোগী, উন্নয়ন/হালনাগাদ করা হয়।

৫। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪৭০ জন কর্মচারী, ৫০ জন জেসিও এবং অন্যান্য পদবির ৩৮০ জনকে বৈদেশিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা হয়।

৬। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন এলাকায় সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রম দমনে জাতিসংঘের ম্যান্ডেট অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা, জাতিগত দাঙ্গা নিরসন, শান্তি প্রতিষ্ঠা, গরীব ও দু:স্থ লোকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, ঔষধ সরবরাহ, রাস্তাঘাট এর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ১,১৯,৪৫২ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সারাবিশ্বের ৫১টি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সাফল্যের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৪,৯২৬ জন শান্তিরক্ষী ১০টি মিশনে নিয়োজিত রয়েছেন।

সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৫ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) শেখ হাসিনা কর্তৃক ঢাকা সেনানিবাসস্থ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বীরশ্রেষ্ঠদের উত্তরাধিকার এবং স্বাধীনতাযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীগণকে উপহার সামগ্রী প্রদান

৭। বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে রংপুর সেনানিবাস নিকটস্থ বৃদ্ধাশ্রম থেকে প্রয়াস পার্ক এর মধ্যবর্তী স্থানে বাঁধ নির্মাণ, ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪ লেনে উন্নয়ন, বাংলাদেশ মায়ানমার মৈত্রী সড়ক (বালুখালী ঘুনধুম) বর্ডার রোড নির্মাণ, কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৮। মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণ, মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের মূল সেতুর নদী শাসন কাজ সংলগ্ন উজানে মাওয়া-কান্দিপাড়া-যশোলদিয়া এলাকায় নদীর বাম তীরে ৬.০০ কিঃ মিঃ থেকে ৭.৩০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত ১৩০০ মিটার স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক প্রকল্প, বাস্কেট বল গ্রাউন্ড, কম্পিউটার ল্যাব, কিল হাউজ কমপ্লেক্স, সুইমিং পুল, মাল্টিপারপাস শেড, সিএসডি এক্সক্লুসিভ শপ, ৩০০ মিঃ ফায়ারিং রেঞ্জ ও সেনাসদস্যদের জন্য ২১-তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

৯। ঢাকা সেনানিবাসের অন্তর্গত নির্ঝর আবাসিক এলাকায় ১টি বাংলা ও ১টি ন্যাশনাল কারিকুলামে ইংরেজি ভার্সন স্কুল ও কলেজ, গাজীপুরে ১টি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ এবং যশোর সেনানিবাসে ১টি ন্যাশনাল কারিকুলাম ইংরেজি ভার্সন স্কুল ও কলেজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

১০। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজসমূহে জ্বালানী সরবরাহের লক্ষ্যে বানৌজা খান জাহান আলী; দুর্যোগ ও শীতকালীন সময়ে ত্রাণ পরিবহন কাজে ব্যবহারের জন্য বানৌজা সন্দীপ ও বানৌজা হাতিয়া; নদীবন্দর এলাকায় টহল প্রদানের জন্য এলসিটি-১০৩ ও এলসিটি-১০৫; বিভিন্ন মালামাল পরিবহনের জন্য নৌ কল্যাণ-১ ও নৌ কল্যাণ-২; সমুদ্র সীমানা টহলে দীর্ঘসময় যাবৎ নিয়োজিত থাকার সক্ষমতা সম্পন্ন বানৌজা সমুদ্র অভিযান, বানৌজা স্বাধীনতা ও বানৌজা প্রত্যয় বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সংযোজন করা হয়।

১১। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য দু'টি করভেট নির্মাণের লক্ষ্যে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে China Shipbuilding & Offshore International Co. Ltd. (CSOC), China এর সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

১২। বাংলাদেশ নৌবাহিনী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মোট ৩৩.৪ একর জমি অধিগ্রহণ/হস্তান্তর করা হয়।

১৩। নৌপ্রধানের পদকে এডমিরাল পদে উন্নীত করা হয়।

১৪। কমব্যানের পদ কমডোর থেকে রিয়ার এডমিরাল, জাজ এডভোকেট জেনারেল, ডিএমএস এর পদ ক্যাপ্টেন থেকে কমডোর এবং নৌ প্রধানের সচিব ও সিআইএনএস-এর পদ কমান্ডার থেকে ক্যাপ্টেন পদবীতে উন্নীত করা হয়।

১৫। ২০২১ সালের রুপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৌবাহিনীতে নারী উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। নারীর ক্ষমতায়ন/নারী সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে মহিলা সদস্য ভর্তির বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় জানুয়ারি ২০১৬-তে নৌবাহিনীতে প্রথম ৪৫ জন মহিলা নাবিক নিয়োগ করা হয়।

১৬। জাতিসংঘ মিশনে বর্তমানে নৌবাহিনীর দু'টি নৌ যুদ্ধজাহাজ ও ২৭৫ জন জনবল মোতায়েন রয়েছে। এ ছাড়া UNMISS মিশনে ২০৪ জন জনবল ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশে মোট ৩৪ জন জনবল মোতায়েন রয়েছে।

১৭। ইলিশ রক্ষা এবং জাটকা অভিযানে নৌবাহিনী কতৃর্ক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বোট, জেলে, কারেন্ট জাল এবং জাটকা আটক করা হয়।

১৮। বাংলাদেশ নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত শিপইয়ার্ডসমূহ ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক মানের বাণিজ্যিক জাহাজসহ যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ ও মেরামতকার্যে সক্ষমতা অর্জন করেছে। বর্তমানে খুলনা শিপইয়ার্ডে ২টি লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়াও নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডে ২০১৫ সালে ২টি এলসিটি ও ২টি এলসিইউ নির্মাণ করা হয়।

১৯। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদান এবং দেশের জলসীমায় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিরলসভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য 'জনসেবায়' বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৬ প্রাপ্ত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক পিলখানায় শহীদ, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় ও অন্যান্য দুর্ঘটনায় শহীদ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর কর্মচারীদের পরিবারবর্গের জন্য মিরপুর (ডিওএইচএস)-এ নির্মিত বহুতল আবাসিক ভবন এর উদ্বোধন।

২০। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ বানৌজা আবু বকর মালয়েশিয়া, মায়ানমার এবং বানৌজা সমুদ্র জয় শ্রীলংকা, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন ও ভারত সফর করেছে। এ ছাড়া বানৌজা ধলেশ্বরী মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর সফর করেছে।

২১। ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত WPNS ও IFR-এ বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত যুদ্ধজাহাজ বানৌজা সমুদ্র অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে।

২২। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য ০২টি Training হেলিকপ্টার, ০১টি Short Range Air Defence Radar (SHORAD) System, ০১টি Long Range Air Defence Radar এবং ১১টি PT-6 প্রশিক্ষণ-বিমান ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

২৩। Mig-29, Yak-130 বিমান এবং MI সিরিজ হেলিকপ্টারে ব্যবহারের জন্য রাশিয়ায় প্রস্তুতকৃত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ৮০ মিঃমিঃ রকেট (Operations & Training) ক্রয় এবং বৈমানিকদের আকাশ থেকে ভূমিতে গোলাবর্ষণের ফলাফল নির্ণয় ও নিরীক্ষাকল্পে আধুনিক প্রযুক্তির তার বিহীন Auto Scoring System ক্রয়ের লক্ষ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এ ছাড়া ২০১৫-১৬ অর্থবছরে F-7BG সিরিজ বিমানে ব্যবহৃত আয়ুস্কাল উত্তীর্ণ PL-9C (Training) মিসাইলের আয়ুস্কাল বৃদ্ধির চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

২৪। সম্প্রতি নব সংযোজিত Yak-130 যুদ্ধ বিমান দ্বারা বিমান বাহিনীতে প্রথমবারের মত সান্ধ্যকালীন গোলাবর্ষণ প্রশিক্ষণ (ADM) সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।

২৫। দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বিমান বাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও প্রবেশ দ্বারসমূহ ইতোমধ্যেই সিসিটিভি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ঘাঁটি ও ইউনিটে অবস্থিত বিস্ফোরক দালানসমূহে Automatic Smoke Sensor & Fire Alarm System সংযোজিত হয়।

২৬। বিমান বাহিনী প্রধানের পদটি এয়ার মার্শাল থেকে এয়ার চিফ মার্শাল পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়।

২৭। ১১ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি কক্সবাজারে এডি রাডার (YLC-6) আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২৮। ০৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে বিমান বাহিনীতে Yak-130 কমব্যাট ট্রেইনার এয়ারক্রাফ্ট ও AW-139 এ ডব্লিউ ১৩৯ মেরিটাইম সার্চ এন্ড রেসকিউ হেলিকপ্টার আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২৯। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ৭৪ নম্বর বহরের পুরাতন রাডারটি Phase Out হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বহরের জন্য নতুন ০১টি AD Radar ক্রয় করা হয়।

৩০। বিমান বাহিনী রাডার ইউনিট মৌলভীবাজার এবং রাডার ইউনিট ৭১ নম্বর বহরে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয় যা নিরবিচ্ছিন্ন ও উন্নত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৩১। ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমীর রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ-২০১৫ (শীতকালীন) এবং ০২ জুন ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমীর রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ-২০১৬ (গ্রীষ্মকালীন) অনুষ্ঠিত হয়।

৩২। ০৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান-কে আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করা হয়।

৩৩। আইসিটি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ এবং ২০১৩)-এর নির্দেশনা অনুসারে ওয়েবসাইট ও সার্ভারসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ওয়েবসাইট ও ই-মেইল সার্ভার SSL (সিকিউর সকেট লেয়ার) সার্টিফিকেট সংযুক্ত করা হয়।

৩৪। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ও দেশের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিমান বাহিনীর ৪৪৬ জন কর্মকর্তা এবং ২,৯৭৭ জন বিমানসেনাকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমী থেকে ১২৩ জন ফ্লাইট ক্যাডেট প্রশিক্ষণ শেষে কর্মকর্তা হিসেবে এবং রিক্রুট প্রশিক্ষণ স্কুল থেকে ৬২০ জন রিক্রুট প্রশিক্ষণ শেষে বিমানসেনা হিসেবে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে সংযুক্ত হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৬ জন, বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর ৩৬ জন ও বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩৫। ১৪ মে ২০১৬ তারিখ থেকে একটানা প্রবল বর্ষণে শ্রীলংকার বিভিন্ন অঞ্চল বন্যায় প্লাবিত হওয়ার পাশাপাশি শ্রীলংকার মধ্যাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধ্বসে বিপুল প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। উক্ত ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় এাণ সামগ্রী বিতরণের জন্য বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ০১টি সি-১৩০ বিমান ২৭ মে ২০১৬ তারিখে ২০ টন এাণ সামগ্রীসহ শ্রীলংকার কলম্বোতে গমন করে।

৩৬। মিরপুরের ধামালকোটে জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং সেখানে অফিস কার্যক্রম চলছে।

৩৭। জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ১:২৫,০০০ স্কেলের ডিজিটাল টপোগ্রাফিক্যাল মানচিত্রের ২৪৬টি ম্যাপ শীটের মাঠ জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৩৮। বান্দরবান জেলায় ২২০ কি:মি: সেকেন্ড অর্ডার লেভেলিং কাজ সম্পন্ন করে ১৫টি এবং কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও হবিগঞ্জ জেলায় ৫৫০ কি:মি: সেকেন্ড অর্ডার লেভেলিং কাজ সম্পাদন করে ২৭টি নতুন বেঞ্চমার্কের সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা নির্ণয় করা হয়। এছাড়াও গাজীপুর, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, বাগেরহাট, ঢাকা ও চট্টগ্রাম জেলায় ৫১টি নতুন সার্ভে পিলার নির্মাণ করা হয়।

৩৯। জাপানী বিনিয়োগকারীদের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলাধীন মাতারবাড়ি, নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার এবং গাজীপুর জেলার নয়নপুর এলাকায় ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়নের জন্য GNSS সার্ভে দ্বারা ৮টি কন্ট্রোল পয়েন্টের স্থানাংক এবং লেভেলিং দ্বারা ৪৮টি অস্থায়ী বেঞ্চমার্কের সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা নির্ণয় করা হয়।

৪০। সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস কর্তৃক ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে রজনী গন্ধা সুপার মার্কেট নামে ১৯ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ব্যয়ে ১টি অত্যাধুনিক সুপার মার্কেট, সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১টি সুপার মার্কেট এবং মিরপুর ডিওএইচএস-এ ৩৭ কোটি ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১টি অফিস-কাম-শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়।

৪১। রাষ্ট্রীয় গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা সমুন্নত রাখার জন্য গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ৪৬৭ কপি, বিমান বাহিনীকে ১০০ কপি, নৌবাহিনীকে ৬৭১ কপি, বিজিবিকে ৩১৫ কপি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ১৩০ কপি দলিল উৎপাদন করে সরবরাহ করা হয়।

৪২। সাইফার দলিলাদি/উপকরণ সমূহের যথাযথ সংরক্ষণ, এতদ্সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তার নির্দেশাবলী প্রতিপালন এবং সাইফার পদ্ধতি সমূহের ব্যবহারিক প্রয়োগের পরীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে গোপন রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের নিরাপত্তা অটুট রাখার জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে চট্রগ্রাম, খুলনা ও বাগেরহাটে (মংলা) অবস্থিত নৌবাহিনীর ৮ (আট)টি জাহাজের গুপ্তিকেন্দ্র পরিদর্শন সম্পন্ন করা হয়।

৪৩। নিরাপত্তা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এসটিসিএন্ডএস-এ গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর কর্তৃক ক্রিপ্টো বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৪৪। 'গুপ্তসংকেত পরিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগবিধিমালা, ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়।

৪৫। সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যগণ অনেকেই বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধ বয়সে অসহায় /দুঃস্থ জীবন যাপন করেন। উক্ত অসহায়/দুঃস্থ সদস্যদের বৃদ্ধ বয়সে পুনর্বাসনের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড কর্তৃক ০৬টি 'শান্তি নিবাস' স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে রংপুর এরিয়ায় ০১টি 'শান্তি নিবাস' নির্মাণ করা হয় এবং ১০০ জন অসহায়/দুঃস্থ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যকে পুনর্বাসন করা হয়।

৪৬। সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ২২টি জেলায় মেডিক্যাল ডিসপেনসারি স্থাপন করা হয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের বিনামূল্যে বহিঃ বিভাগ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।